এক মঞ্জিল, দো রাস্তা

বাংলাদেশে বর্তমানে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতাসীন আছে, সে সরকারকে সংক্ষেপে 'উদ্দিন সরকার' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ইয়াজুদ্দিন-ফখরুদ্দিন ব্যাক্‌ড বাই আর্মি চিফ মইনুদ্দিন (ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে মইন ইউ. নামটি আসলে মইন উদ্দিন শব্দেরই বিলেতি সংস্করণ। যে পদ্ধতিতে গাঁওগেরামের আব্দুল করিমের নাম বিলেতি কায়দায় আবদেল ক্যার্‌রিম হয়ে যায়, সেই একই পদ্ধতিতে আমাদের মাননীয় আর্মি চীফ মইনুদ্দিন হয়তো মইন ইউ. আহম্মেদ হয়ে গেছেন। আমার ধারণা ভুল হলে আশা করি সদাশয় সেনাপতি সাহেব মাইন্ড করবেন না, অবলা রমনী হিসেবে ক্ষমা ঘেন্না করে দেবেন)। নাম নিয়ে বিতর্ক করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং ক্ষমতাসীন হওয়ার ছয় মাসের মাথায় উদ্দিন সরকারের উদ্দেশ্য বা মোটিভ নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

সুবিখ্যাত ওয়ান ইলেভেনের আগে অসীম ক্ষমতাধর ইয়াজুদ্দিন সরকার একটি বিতর্কিত একতরফা নির্বাচন করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেন। একমাত্র বিএনপি-জামাত জোট ব্যতিরেকে দেশের সবগুলি পার্টি একাট্টা হয়ে যখন মরণপণ সংগ্রামে রত, আটাশে অক্টোবর পল্টনে জামাতি গুলি খেয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির একজন মারা গেল এবং পাল্টা লগিবৈঠার আঘাতে তিন জামাত কর্মী শহীদ হলো, তখনও ইয়াজুদ্দিন তার বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন, বিতর্কিত ভোটার লিষ্ট, বিতর্কিত প্রশাসনযন্ত্র নিয়ে যে কোন মুল্যে নির্বাচনের দৃপ্ত শপথ নিয়ে অগ্রসর হলেন। বিরোধী দলগুলির অব্যাহত আন্দোলন, বিদেশীদের কড়া হুশিয়ারী কিছুই তার লৌহকঠিন অঙ্গীকার ভাঙতে সমর্থ হলো না। হাওয়া ভবনে আগাম মন্ত্রীত্বের দেন-দরবার শুরু হয়ে গেল। ইয়াজুদ্দিন সাহেবের এই একরোখা আচরণে তিতবিরক্ত হয়ে তারই মন্ত্রীসভার চার চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করে বসলেন। কিন্তু তাতে কি, কোন্ এক অদৃশ্য সুতোর টানে এই অথর্ব বৃদ্ধ মহা পরাক্রমে তার কাজকাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই ঘোর দুঃসময়ে উত্তর পাড়া হতে প্রধান সেনাপতি মইনুদ্দিন তার অপর দুই সহযোগীসহ পতাকা উড়িয়ে বার কয়েক বঙ্গভবনে যাওয়া আসা করেন। কিন্তু তাদের এই যাওয়া আসার আশু কোন ফল জাতি দেখতে পেল না। জাতি বুঝতে পারল, যে কোন মুল্যে ইমিডিয়েট পাষ্ট সরকারকে আবার ক্ষমতাসীন করাই ইয়াজুদ্দিনের একমাত্র লক্ষ্য। তার ফলে যদি গোটা দেশটা রসাতলে যায়, তাতেও তার কিছু আসে যায় না। ইয়াজুদ্দিনের এই ধণুর্ভাঙ্গা পণের পেছনে শুধুমাত্র ম্যাডাম জিয়া শক্তি জুগিয়েছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। মনে হয় পেছনে আরও শক্তিশালী গোষ্ঠির মদদ ছিল।

এরপর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। জাতিসঙ্ঘ ঢাকায় তাদের মিশন বন্ধ এবং শান্তিরক্ষী বাহিনী থেকে বাংলাদেশী সৈনিকদের বহিষ্কারের হুমকি দিল। পেটে লাথি আর কাকে বলে। ফল একেবারে হাতে হাতে। অবিলম্বে সামরিক কনভয় উত্তর পাড়া থেকে দক্ষিন পাড়ার রাজপ্রাসাদে অভিযান চালাল। কম্পিত ইয়াজুদ্দিন শুকনো মুখে বিগত সরকারের দুস্কর্মের ফিরিস্তিসহকারে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন, গঠিত হলো বর্তমানের উদ্দিন সরকার। ইয়াজুদ্দিনের সেদিনকার ভাষণই প্রমান করে যে বিরোধী দলগুলি যেসব ইস্যুতে হরতাল-ঘেরাও করে আসছিল তা ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক এবং প্রয়োজনীয়। বিরোধীদল যদি মরণপণ সংগ্রামে না যেত, তাহলে এতদিনে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে নিজামি-মুজাহিদদের নেতৃত্বে আরেকটি চরম মৌলবাদী সরকার দেশের শাসনভার নিয়ে নিতো। একটি অবাধ সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি সহকারে দুর্ণীতিদমন, প্রশাসন নির্দলীয়করণ, জঙ্গীবাদদমন ইত্যাদি নানাপ্রকার চটকদার শ্লোগান নিয়ে উদ্দিন সরকার দেশের পরিচালনাভার গ্রহণ করে। কিন্তু ছয় মাসের মাথায় অত্যন্ত পরিতাপের সাথে জনগণ উপলব্ধি করতে পারছে যে এই সরকার তাদের ঘোষিত এজেন্ডা থেকে সরে গিয়ে সুকৌশলে সম্পূর্ণ নুতন এক এজেন্ডা বাস্তবায়নে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। নীচের পয়েন্টগুলি বিবেচনা করুন:

১-বিএনপি-জামাতের গত পাঁচ বছরব্যপী অপশাসনের ফলেই দেশের এই অবস্থা আজ। পাঁচ বছরের লাগামহীন দুর্ণীতি, জঙ্গীবাদের সৃষ্টি, সন্ত্রাস, সংখ্যালঘু নির্য্যাতন ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনার

মুল দায়ভাগ ইমিডিয়েট পাষ্ট সরকারের। বিরোধী দলগুলি এসব ঘটনার প্রতিবাদ করেছে, কারণ সিংহভাগ ক্ষেত্রে তারাই ছিল এর শিকার। কিন্তু উদ্দিন সরকার এমন সুকৌশলে ঘটনা সাজাচ্ছে যেন পাব্লিকের মনে হয়- এতসব বিয়োগান্তক ঘটনার মুলনায়ক জোট সরকার নয়, মুল নায়ক আওয়ামী লীগ। উদ্দিন সরকারের রথীমহারথীরা সুযোগ পেলেই দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলন পরিচালনার জন্যে আওয়ামীলীগকে দোষারোপ করে যাচ্ছেন। ভাবখানা এরকম যেন আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কারণেই দেশটা আজ এ অবস্থায় এসে পৌছেচে। আন্দোলন না করে চুপচাপ সুবোধ বালকের মতো নির্বাচনের পিড়িতে বসে খালেদানিজামিকে পুনঃনির্বাচনের সুযোগ করে দেয়াই হতো দেশপ্রেমিকের মতো কাজ। শেখ হাসিনা-আব্দুল জলিলকে জেলে নেয়ার পরে আমার নিজেরই ধন্দ লেগেছে যে গত পাঁচ বছর দেশ চালিয়েছে কারা- মান্নান ভুইয়া নিজামিরা নাকি আব্দুল জলিলেরা?

২-আট বছর আগে সংঘটিত একটি তুচ্ছ কথিত ঘটনার জের ধরে শেখ হাসিনাকে আটকানো হলো। কিন্তু মাত্র তিন বছর আগে বঙ্গাবন্ধু এ্যাভিনিউতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত সম্পর্কে উদ্দিন সরকার একেবারে স্পীকটি নট ! ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে তৎকালীন জোট সরকারের গৃহীত নীতির সাথে উদ্দিন সরকারের নীতির একেবারে খাপে খাপে মিল, তাই না? পাঠক স্মরণ রাখবেন, আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশুন্য করতে পচাত্তরের নভেম্বারে জেল হত্যাকান্ডের সাথে একুশে আগষ্টের হামলার হুবহু মিল, উভয় পরিকল্পনা একই ফ্যাক্টরির প্রডাক্ট বলে মনে হয়। আট বছর আগেকার গুরুত্বহীন ঘটনাকে টপ প্রায়রিটিতে ফেলে বিচার করা যায়, অথচ মাত্র তিন বছর আগেকার এর চেয়ে সহস্রগুন বেশী গুরুত্বপুর্ণ একটি ঘটনাকে টপ প্রায়রিটিতে আনা যায় না। রহস্যটা কি?

৩-চিটাগাংয়ের সরকারী জেটিতে খালাসকৃত দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা বিগত সরকার ধামাচাপা দিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করে। উদ্দিন সরকারের নীতিও হুবহু তাই! এই মামলার সুষ্ঠু তদন্ত হলে জামাতের সংশ্লিষ্টতা বেরিয়ে আসবে বলে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে। জামাতকে রক্ষা করার নীতি গ্রহনের কারণেই কি তবে এত বড়ো একটি মামলা আলোর মুখ দেখবে না, চিরদিনের জন্যে হিমাগারে চলে যাবে?

৪-দেশে জঙ্গীবাদ উত্থানের পেছনে জামাতের হাত রয়েছে বলে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। বিগত সরকার স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য্য হলেও সত্য যে এ ব্যাপারেও বিগত জামাত সরকারের পলিসির সাথে উদ্দিন সরকারের পলিসির খাপে খাপে মিল! জঙ্গীবাদের পেছনের আসল শক্তিটিকে শনাক্তকরণের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা চালায়নি এই সরকার। দুষ্ট লোকেরা বলে যে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত হলে জামাতের আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে- তাই উদ্দিন সরকার অবশ্যই ঘটনাটিকে চাপা দিয়ে রাখবে। দুষ্ট লোকের এই রটনার কী জবাব দেবে উদ্দিন সরকার?

৫-জলিল-সেলিমদের আটকের পর তাদের কনফেসনের সিডি নিরাপত্তা হেফাজত টপকিয়ে কত সহজেই না বাজারে আসল, টেলিভিশন চ্যানেলগুলির কল্যানে তা পাবলিককে শোনানো হলো। অথচ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমুলে আঘাত হেনেছিল যারা- সেই শায়খ রহমান বাংলা ভাইদের জবানবন্দীর সিডি বাজারে আসল না কেন! বাংলা ভাইরা মিডিয়ার কাছে তাদের আসল বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, খোদ্ আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে বলেছিলেন- তাদের কাছে হ্যামিলনের বাঁশী আছে, সেটা বাজালে সব ইদুরকেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সঙ্গাত কারণেই বিগত জোট সরকার তা এলাও করতে পারেনি। কারণ তাদের বক্তব্য প্রকাশিত হলে সরকারের একটি

প্রভাশালী মহলের আসল চেহারা জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যেতো। জোট সরকার চেয়েছিল- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আপদগুলিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া। উদ্দিন সরকার এসে কী করলো? বিএনপিজামাত সরকারের অসম্পাদিত কাজটিই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলল যেন আসল কথাটি পাব্লিক কোনদিনই জানতে না পারে। আফ্টার অল- মৃত লোক কথা বলতে পারে না। বাংলাভাইদের পেছনকার গডফাদারদের আড়াল করার উদ্দেশ্য না থাকলে উদ্দিন সরকার কি পারত না মামলাটির পুনঃতদন্তের মাধ্যমে আসল কালপ্রিটদের চেহারা জনসমক্ষে উন্মোচিত করতে? তারা তা করেননি। অর্থাৎ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটিতেও দেখা যাচ্ছে বিগত সরকারের নীতির সাথে উদ্দিন সরকারের নীতির খাপে খাপে মিল!

৬-দেশে দুর্ণীতিদমনের মহোৎসব চলছে এখন। বিএনপি-আওয়ামী লীগের বাঘা বাঘা নেতাদের ধরে জেলে পোরা হচ্ছে। কেউ কোটি টাকা চুরি করেছে, কেউ বা লাখ টাকা। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার- শিকারের তালিকায় জামাতের নেতাকর্মীরা নেই বললেই চলে! উদ্দিন সরকারের চোখে নিজামি-মুজাহিদি-সাইদিরা একেবারে দুধে ধোয়া তুলসি পাতা। কেউ যুক্তি দেখাতে পারেন যে জামাতের নেতারা চুরিচামারি করেনি, তাই সরকার তাদের ধরতে পারছে না। এর জবাবে আমি বলবো- এক বাপের দুই ছেলে। এক ছেলে চুরি করে গোলা থেকে এক মন ধান বাজারে নিয়ে বেচে ফেলল। আরেক ছেলে ধান চুরি করেনি, তবে কেরুসিন লাগিয়ে গোটা বাড়ীটিই পুড়িয়ে ফেলল। এ দু'জনের মধ্যে কে বড় অপরাধী? জামাতের নেতাকর্মীরা চুরিচামারি কতটুকু করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ আমার কাছে নেই। তবে মওদুদি-সাইদিদের আদর্শের বিরোধীতার কারণেই যে হুমায়ুন আজাদকে প্রাণ দিতে হয়, সালেহিদের হাতে ডঃ তাহেরকে খুন হতে হয়, মাজারে ওরসে বোমা ফাটিয়ে অসংখ্য নরনারীকে পরকালের গাড়ীতে বুক্ করে দেয়া হয়, 'আল্লাহর আইন চাই সৎলোকের শাসন চাই'- এই জামাতি শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়েই যে শায়খ রহমানরা বিচারক হত্যার মতো পবিত্র কাজে লিপ্ত হয় - তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? জামাত ও তার সহোদর বিএনপি (তারেক জিয়ার ভাষায়) ক্ষমতাসীন থাকাকালে এসব ঘটনার বিচার করা হয়নি, কোন কোন ক্ষেত্রে ফিল্ড লেভেলের অপারেটরদের ধরে শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন শ্লোগানের উদগাতা নিজামি-মুজাহিদি-সাইদিদের গায়ে ফুলের টোকাও পড়েনি। উদ্দিন সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে, তার সাথে পুর্ববতী সরকারের বিন্দুমাত্র তফাৎ আছে বলে মনে হয় কি পাঠক?

সুতরাং, একথা বলা মোটেও অযৌক্তিক হবে না যে ইয়াজুদ্দিন সরকার যে মিশন নিয়ে এসেছিল এবং বিরোধী দলের মরণপণ সংগ্রামের কারণে বাস্তবায়ন করে যেতে পারেনি, সেই অসমাপ্ত মিশনকে সমাপ্ত করাই উদ্দিন সরকারের মুল লক্ষ্য। মঞ্জিল একটাই, শুধু রাস্তাটা ভিন্ন। দুর্ণীতি দমনের ঢাক পিটিয়ে যা কিছু করা হচ্ছে, তা সবই আই-ওয়াশ, জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা। সরকার জানে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জামাত এককভাবে তিনটির বেশী সিট পাবে না। ক্ষমতায় যেতে হলে জামাতকে বিএনপি'র বক্ষ্যলগ্ন হতেই হবে। অপরিসীম দুর্ণীতির পঙ্কে নিমজ্জিত খালেদা পরিবারের বিশ্বাসযোগ্যতা শুন্যের কোঠায়। এমতবস্থায় খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে মান্নান ভুইয়ার নেতৃত্বে একটি গৃহপালিত বিএনপি গঠন করে তার সাথে ঐক্য করলে এবং সেই ঐক্যফ্রন্টের পেছনে কিছু সরকারী আনুকুল্য যোগানো গেলে জামাতকে অনায়াসেই আবার ক্ষমতায় আনা যেতে পারে। এ জন্যেই দুর্ণীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের স্বনামধন্য মন্ত্রী মান্নান ভুইয়াকে ইমার্জেন্সীর মধ্যেই রাজনীতি করার ঢালাও পারমিশন দিয়েছে সরকার। শুধু মান্নান ভুইয়া নয়, ডঃ (!) ফেরদৌস আহম্মদ কোরেশী, শওকত হোসেন নীলু ইত্যাকার নানা জানাঅজানা প্লেয়ার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লম্ফঝম্প মারছে, ইমারজেন্সীর মধ্যেই রাজনৈতিক দল পর্য্যন্ত করে ফেলেছে। সরকারের এ লক্ষ্য পুরণের প্রধান

কাটা আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্ররা। এ দলটির ঝুলিতে রয়েছে রাজপথে আন্দোলনের সুদীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন সময়ে সাহসী উচ্চারণ ও ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কার্য্যকরীভাবে দ্রব্যমুল্য নিয়ন্ত্রনে রাখার সাফল্যের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে শেখ হাসিনার রয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা। শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগকে নির্মুল করতে না পারলে মান্নান-নিজামি সরকার গঠন আকাশ কুসুম কল্পনাই থেকে যাবে। সুতরাং চাঁদাবাজি, দুর্ণীতি ও হত্যা মামলার কালিমা লেপন করে শেখ হাসিনার ইমেজকে ধবংস করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না উদ্দিন সরকারের সামনে। অচিরেই তৃণমুল পর্য্যায়ে আওয়ামীনিধন শুরু হতে যাচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে শেখ হাসিনা ছাড়াও আরেকটি বড় অবষ্টাকল রয়েছে উদ্দিন সরকারের পথে-- অত্যধিক রাজনীতি সচেতন বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠি। আপাতঃ বোকা বলে মনে হলেও শাসকদের চক্রান্তের বিষয়টি কীভাবে যেন আগেভাগেই টের পেয়ে যায় তারা। আর তাতেই ঘটে যায় কল্পনাতীত সব ঘটনা- বায়ান্ন, উনসত্তর, একাত্তর, নব্বুই। সরকারের কর্ণধারদের এ বিষয়টি একটু বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি। গত ছয় মাসে তাদের অর্জন নেহায়েত কম নয়। একটি ভুলের কারণে তাদের সমস্ত অর্জন কর্পুরের মতো উবে যাবে, চিরদিনের জন্যে বিশ্বাসভঙ্গকারী গণতন্ত্রহত্যাকারী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে থাকবে- কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এমনটি কামনা করে না।

দিলরুবা সুলতানা মাহের
বৈরুত- লেবানন
তারিখ- ২১শে জুলাই ২০০৭
e-mail: dilrubasultana@yahoo.com